উড়ে যায় শরতের মেঘ

উড়ে যায় শরতের মেঘ

মুহাম্মদ ফজলুল হক

স্বরবর্ণ

উড়ে যায় শরতে মেঘ
মুহাম্মদ ফজলুল হক

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০২১

প্রকাশক
স্বরবর্ণ
৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭৮৭-০০৭০৩০
Email : nfo.shoroborno@gmail.com

পরিবেশক
মাকতাবাতুল হাসান

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
quickkcart.com

প্রচ্ছদ
আখতারুজ্জামান

মুদ্রণ
শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা

মূল্য
টাকা ১৬০

©
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

Ure Jay Shoroter Megh By Mohammod Fazlul Haque, Published by : Shoroborno, 1st Edition : March 2021, Price Tk. 160, ISBN : 978-984-8012-69-7

উৎসর্গ

আমার আম্মা মোছা. ফাতেমা বেগম।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যাননি কখনো কিন্তু তিনি ছিলেন সাধারণের চেয়ে বেশি শিক্ষিত। আর্থিক প্রাচুর্যে উপচানো ছিল না তার সংসার কিন্তু হৃদয়-প্রাচুর্যে টইটম্বুর ছিলেন তিনি। খলবলিয়ে কথা বলাটা ছিল তার ভয়ানক অপছন্দের। আলসেমি আর পরনিন্দায় দেননি কখনো প্রশ্রয়।

ঘর-গেরস্থালির তত্ত্বতালাশ তাকে ইবাদত-বিমুখ করেনি কখনো। তার নারীত্বের পুরোটাই দখল করেছিল মাতৃত্ব এমনকি দুধেল গাভিটাও তাকে দেখে চুকচুক করে চাইত। আমাদের পুরোনো কাজের লোকটা এখনো মাঝে মাঝে তার কবরের পাশে এসে দাঁড়ায়। দুহাত তুলে বিড়বিড় করে বলে, তাকে বেহেশত নসিব করো আল্লাহ।

লেখকের কথা

কম্যুনিজমের পতনের পর পশ্চিমের ভোগবাদী বস্তুবাদী সভ্যতা ইসলামকেই তাদের একমাত্র প্রতিপক্ষ ভাবছে। এর পেছনে অবশ্য কারণও আছে।

পশ্চিমারা মধ্যযুগকে (৫০০-১৫০০ খ্রি.) ঢালাওভাবে সমস্ত বিশ্বের কাছে অন্ধকার সময় বলে প্রচার করে আসছে। আমরাও বুঝে-না বুঝে ওদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের তা গলাধঃকরণ করাচ্ছি। আসলে তা একান্ত খ্রিষ্টানবিশ্বের জন্য ছিল অন্ধকার যুগ। পক্ষান্তরে এই সময়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলিমরা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়ে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতার মূল ভিতটা গড়ে দিয়েছে। ৭০০-১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রই ছিল মুসলিমদের দখলে।

মধ্যযুগের পুরোটাই খ্রিষ্টানবিশ্ব ছিল চার্চের অধীন। তারা যতদিন তাদের ধর্মকে আঁকড়ে ছিল, ততদিনই অশিক্ষা-কুশিক্ষা, বর্বরতা, দারিদ্র্য তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। অবশেষে তারা তাদের ধর্মকে ভ্যাটিকানের দেয়ালে ছিপি এঁটে জাগতিক উন্নতির দেখা পায়। পক্ষান্তরে মুসলিমরা খোলাফায়ে রাশিদিনের পরে রাষ্ট্রীয়ভাবে কুরআনের শিক্ষাকে প্রয়োগ করার সুযোগ না পেলেও ব্যক্তি ও সমাজ পর্যায়ে কুরআনের শিক্ষার চর্চা করে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই চূড়ান্ত সাফল্য পায়। খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মৌলিক পার্থক্য এখানেই। খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্ম থেকে কিছুই অর্জন করতে পারেনি আর মুসলিমদের সমস্ত অর্জন এসেছে ধর্মকে ধারণ করে।

পশ্চিমাবিশ্ব এ কথাটা ভালো করেই জানে। বাস্তবেও তারা দেখছে, অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী তাদের পরিবেশিত মতবাদে লীন হয়ে গেলেও মুসলিমদের বাগে আনা যাচ্ছে না। এদিকে তুরস্ক থেকে শুরু করে মুসলিমবিশ্বে শুরু হয়েছে নবজাগরণ। এই অবস্থায় নিজেদের মতপার্থক্য ভুলে ন্যূনতম শর্তে যদি মুসলিমবিশ্ব একতাবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তারা আরেকটি মহান সভ্যতার জন্ম অবশ্যই দিতে পারবে। এই আশঙ্কাকে সামনে রেখে পশ্চিমারা তাদের কর্মপন্থা গ্রহণ করছে।

এই সামগ্রিক বিষয়কে ধারণ করে উপন্যাস রচনা করা একটি দুরূহ কাজ। তারপরেও চেষ্টা তো করতে হবে। সেই চেষ্টার ফসল হলো এ উপন্যাস। আমি

আমার সমস্ত কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করে কতকগুলো কাল্পনিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিষয়টা পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

উপন্যাসটি অন্য একটি নামে একটি বহুলপ্রচারিত সাপ্তাহিকের ঈদসংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। অনেকে প্রশংসাও করেছিলেন। নতুন আঙ্গিকে নবরূপে উপন্যাসটি প্রকাশ হওয়াতে মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই কাল্পনিক। বাস্তবের কারও ছায়াকে সামনে রেখে কোনো চরিত্রকে সৃজন করা হয়নি। সংগত কারণেই পাঠকদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, দয়া করে বাস্তবের কোনো চরিত্রের সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্রের ছায়া খুঁজবেন না। এর চেয়ে বরং উপন্যাসের বিষয়ের ওপর মনোনিবেশ করাই হবে অধিকতর যৌক্তিক।

পরিশেষে **স্বরবর্ণ** কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি উপন্যাসের ভেতর দিয়ে এই বার্তাটি পাঠকমহলের সামনে পরিবেশন করার জন্য।

মুহাম্মদ ফজলুল হক
সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ
ত্রিশাল মহিলা ডিগ্রি কলেজ
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

গল্পের গল্প

অনেক দিন আগের কথা।

বাদশা নমরুদ। শাহি দরবারে সিংহাসনে উপবিষ্ট তিনি। উজির-নাজির এবং সভাসদ সবাই উপস্থিত। বিশেষ আসন অলংকৃত করে বসে আছেন শাহি গণক। পূর্বগগনে আচানক এক নতুন তারকার আবির্ভাবে শাহিমহলে শোরগোল পড়ে গেছে। সবারই ধারণা, এই নতুন তারকার উদয় সম্রাটের জন্য এক অশুভ সংকেত। এই ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তলব করা হয়েছে শাহি গণককে।

যথাবিহিত অভিবাদনপূর্বক শাহি গণক দাঁড়িয়ে পূর্বাকাশে উদিত তারকার রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন—

'মহামান্য সম্রাট, আপনার সাম্রাজ্যে এমন এক বালক জন্মগ্রহণ করবে, যে হবে আপনার ও সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ। তবে, কিঞ্চিৎ হলেও একটি সান্ত্বনার বিষয় এখনো বর্তমান। তা হলো এই মহা-অনিষ্টকর বালক এখনো মাতৃগর্ভে আগমন করেনি।'

বাদশা নমরুদ গণকের ব্যাখ্যা শুনে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করে উজিরে আজমসহ কয়েকজন বিজ্ঞ সভাসদকে মন্ত্রণাকক্ষে ডেকে অনাগত সংকট মোকাবিলায় দূরদর্শী কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রণায় একান্ত বৈঠকে বসেন। এই মন্ত্রণাসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাম্রাজ্যের প্রতিটি নগর ও জনপদে এক শাহী ফরমান জারি করা হয়।

'আজ হতে কোনো নর-নারী শারীরিক মিলনে একত্রিত হতে পারবে না। শাহী ফৌজ প্রতিটি বাড়িতে প্রহরায় নিযুক্ত থাকবে। শাহী ফরমান অগ্রাহ্য করলে তৎক্ষণাৎ তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।'

বলাবাহুল্য, নমরুদ এই কৌশলে সফল হয়নি।

২.

কয়েক হাজার বছর পর আবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

মহাপরাক্রমশালী, অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী ফেরাউন; তার সুযোগ্য উজিরে আজম হামান এবং অন্যান্য সভাসদ স্ব স্ব আসনে সমাসীন। ডাকা হয়েছে শাহি জ্যোতিষীকে ফেরাউনের মহাভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মহাজট খোলার দায়িত্ব তার কাঁধে। ফেরাউন ও তার সভাসদরা গম্ভীর চেহারায়, অধীর অপেক্ষায় বসে আছে।

যথাবিহিত অভিবাদনপূর্বক শাহি জ্যোতিষী সম্রাটের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য দাঁড়ালেন—

'সম্রাটের স্বপ্ন সম্রাটের মতোই ওজনদার হবে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এই সাম্রাজ্যে এক মহাদুর্যোগের আলামত পাওয়া যাচ্ছে। তা হলো, এক অজ্ঞাত, অখ্যাত-কুলশীল ব্যক্তির ঔরসে এক মহাবিচ্ছু বালক জন্মগ্রহণ করবে। সে হবে এই সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ। তবে অতিশয় বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা এই অর্বাচীন এখনো পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখেনি। তার বীরত্বের আস্ফালন এখনো মাতৃ-উদরেই সীমাবদ্ধ।'

ফেরাউন উজিরে আজম হামান এবং কয়েকজন বিজ্ঞ সভাসদকে নিয়ে মন্ত্রণায় বসলেন। অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোনো রীতিনীতি তাদের জানা নেই। নমরুদের ব্যর্থতার ইতিহাস তাদের গোচরে ছিল। এর থেকে তারা বুঝল যে, মানুষের জৈব তাড়নাকে কোনো শাহি কানুন দ্বারা দমন করা যায় না। মাতৃগর্ভে যে অর্বাচীন জননীর নাড়ি থেকে জীবনী শক্তি সংগ্রহে লিপ্ত, সেই অদৃশ্য মহাশত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে ফেরাউন ও তার সভাসদরা আদাজল খেয়ে এক অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করতে প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। কোটি মানুষের জীবন যদি বিসর্জন দিতে হয়, কোটি মায়ের কোল যদি খালি হয়, তবুও ক্ষতি নেই। সম্রাটের জীবনের আশঙ্কা বলে কথা! অতঃপর মন্ত্রণাসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এক শাহি ফরমান জারি করা হয়।

'মহামান্য সম্রাটের জীবনাশঙ্কা রোধকল্পে আজ হতে সাম্রাজ্যের সকল নবজাতক পুত্রসন্তানকে হত্যা করা হবে। আরও অবগত করানো যাচ্ছে যে, যেকোনো নারীর গর্ভসঞ্চার হলেই তৎক্ষণাৎ তা শাহি মহলকে অবগত করাতে হবে। যদি কেউ এই আদেশ অমান্য করে তাহলে অনিবার্যভাবে পরিবারের সকলের গর্দান খোয়াতে হবে।'

ইতিহাস সাক্ষী, ফেরাউনের কৌশল বুমেরাং হয়ে তার কাছে প্রত্যাবর্তন করেছিল।

৩.

প্রায় তিন হাজার বছর কেটে গেছে। নমরুদ-ফেরাউন এখন ইতিহাসের চরিত্র। তাদের সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য আজ অতীত স্মৃতি। এই দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় আরও অনেক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস রচিত হয়েছে। এই উত্থান-পতনের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়ে আবির্ভাব হয়েছে আরও এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের। এই সাম্রাজ্যের নাম আমেরিকা। সাম্রাজ্যের প্রজারা অবাধ-যৌনতায় ও ভোগবাদিতায় আকণ্ঠ ডুবে থাকে। সম্রাট শাহি দরবারে (হোয়াইট হাউজ) দরবারকালীন প্রাসাদের নিম্ন শ্রেণির নারী সভাসদদের নিয়ে কামলীলায় মত্ত হয়। প্রজারাও কম যায় না। বাছবিচারহীন যৌন ক্রিয়ায় ৪৯ ভাগ শিশুর পরিচয় হয় জারজ নামে। এতেও তৃপ্ত না হয়ে এরা সমকামিতার বিকৃত স্বাদ আস্বাদনকে প্রগতি, মুক্তচিন্তা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে গলা ফাটায়। সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার কথা বলে তারা আধুনিক মারণাস্ত্রের এক বিশাল সংগ্রহের অধিকারী হয়েছে যা দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে সারা পৃথিবীকে ধ্বংস করা যায়। সারা বিশ্বের মিডিয়া সাম্রাজ্যের অধীনে। অধীনে বিশ্বের তাবৎ ব্যবসাবাণিজ্য। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের সঙ্গে করদরাজ্যের মতো আচরণ করে। সারা বিশ্বের জাতিসমূহকে পদদলিত করে গণতন্ত্র ও বিশ্ব-মানবতার জয়গান গেয়ে যায় অবিরাম। শাব্দিক অর্থে না হলেও প্রকৃত অর্থে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সারা পৃথিবীব্যাপী। পূর্ণ-যৌবনা সুন্দরী নারীর মতো সাম্রাজ্য আজ মোহময়ী রূপে প্রকাশিত।

এরইমধ্যে আর্বিভাব ফেরাউন ও নমরুদের গণকের মতো এ সময়ের বিখ্যাত দার্শনিক গণক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হান্টিংটন। এই আধুনিক গণক তার গণনাকর্মে দেখতে পান যে, আমেরিকান সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে আসছে ইসলামি পুনর্জাগরণ নামের এক অনাগত, উদ্ধত, আনুগত্যহীন, বেয়ারা শিশুসভ্যতা। সেই শিশুটি ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধের গর্ভে, আল-কুরআনের নাড়িকে জড়িয়ে, সত্য ও ন্যায়ের পুষ্টিতে দিন দিন বলবান হচ্ছে।

এই অবস্থায় ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তৃতীয়বারের মতো মন্ত্রণায় বসে মহাশক্তিধর আমেরিকার সম্রাট (প্রেসিডেন্ট), তার একান্ত আস্থাভাজন কয়েকজন সভাসদ এবং হান্টিংটন নামের হার্ভার্ডের সেই বিখ্যাত গণক। হার্ভার্ডের হান্টিংটনকে উদ্দেশ করে সম্রাট বলেন...

- মহান হান্টিংটন, আপনি আপনার গণনাকর্মে বলেছেন, মুসলমানরাই আমেরিকান সাম্রাজ্যের জন্য একমাত্র হুমকি। আপনার এই আশঙ্কার ভিত্তি কী?

যথাবিহিত অভিবাদনপূর্বক গণক হান্টিংটন তার গণনাকর্মের ব্যাখ্যা প্রদান শুরু করেন।

- ইয়োর একসিলেন্সি, অনারেবল সম্রাট, আপনি নিজে একজন গোড়া খ্রিষ্টান হিসেবে ভালো করেই জানেন যে, আপনার মতো দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে প্রায় খ্রিষ্টান ধর্মের চর্চা করে না। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদিদের অবস্থাও একই। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা ভিন্ন। এদের অধিকাংশই কমবেশি ধর্মীয় বিধান মেনে চলে। এ ছাড়া ইসলামের চর্চা ও গবেষণা হয় হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসায়। এদের আছে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। প্রযুক্তিনির্ভর আমেরিকান সাম্রাজ্যের কালচার হলো মদ ও অবাধ-যৌনতা যা ইসলামি কালচারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় বোধ জাগ্রত থাকা অবস্থায় আমাদের কালচার গ্রহণ করবে না, যাকিনা অন্যান্য ধর্ম ও জাতি-গোষ্ঠী শুধু গ্রহণই করেনি রীতিমতো আসক্ত হয়ে গেছে।

একজন সভাসদ দাঁড়িয়ে হান্টিংটনকে প্রশ্ন করেন, এরা যদি আমাদের কালচার গ্রহণ না করে তবে আমাদের বাণিজ্যিক ক্ষতি আছে তা সত্যি, কিন্তু এরা আমাদের সাম্রাজ্যের কী এমন ক্ষতি করতে পারবে?

মহান সভাসদ, একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। আমরা কাজ করি। জাগতিক জীবনের সময়টাকে ভোগ ও আনন্দে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য আর ইসলামি আদর্শ চর্চাকারীরা কাজ করে পরকালীন মুক্তির আশায়। আমাদের কাছে বেঁচে থাকাটাই মূল্যবান আর ওদের কাছে পরকালীন মুক্তির জন্য জীবনটাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা ডাল-ভাতের মতো ব্যাপার। এই মহান-ব্রত এরা শত প্রতিকূলতার মধ্যেও লালন করে যাচ্ছে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের সিংহভাগের মালিক এরা। একটি মহান সভ্যতা গড়ার জন্য যে উপাদানগুলো প্রয়োজন তার প্রায় সবগুলোই এদের আছে। এখন এরা যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে এবং পরস্পরের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে পারে তবে অচিরেই জন্ম নেবে এক মহান সভ্যতার ভিত্তি। যে সভ্যতার ভিত্তি হবে আমাদের চেয়ে অনেক মজবুত। ইতিহাস সাক্ষী, উন্নত সভ্যতার অধিকারী হওয়া মানেই আধিপত্য বিস্তার। এর ফলাফল দাঁড়াবে আমাদের সাম্রাজ্যের সঙ্গে অনিবার্য সংঘর্ষ।

মন্ত্রণাসভার সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো গণকের গণনাকাজের বিশ্লেষণ শুনলেন। সম্রাট দাঁড়িয়ে গণককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, মহান হান্টিংটন, আপনার মহামূল্যবান গণনাকর্ম শ্রবণে আমি অভিভূত হয়েছি। আপনার মতো দূরদর্শী গণক এই জাতির অহংকার। যা হোক, প্রশংসা করে আপনাকে খাটো করতে চাই না।

এই অনাগত জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলায় জাতি আপনার মহামূল্যবান দিকনির্দেশনা আশা করে।

- ইয়োর একসিলেন্সি, কূটনৈতিকভাবে আমাদের দুটি কাজ করতে হবে। আমাদের প্রথম নজর দিতে হবে এরা যেন উন্নত প্রযুক্তি ও প্রযুক্তি-জ্ঞান, বিশেষ করে পারমাণবিক প্রযুক্তি অর্জন করতে না পারে এবং এরা যেন একতাবদ্ধ হতে না পারে। এরপর ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আমাদেরকে হত্যার পথ বেছে নিতে হবে।

মন্ত্রণাসভার সকল সভাসদ হকচকিয়ে ওঠে, হত্যা!

গণক আশ্বস্ত করে বলে, ইয়োর একসিলেন্সি, আমি জানি ১৩০ কোটি মুসলমানকে হত্যা করা মোটেই সহজ নয়। আমি প্রকৃত অর্থে সবাইকে হত্যা করতে বলছি না। তবে হত্যা করতে হবে এদের ধর্মীয় বোধকে। অর্থাৎ এরা যেন ইসলামের ব্রত ত্যাগ করে আমাদের অবাধ জীবনবোধে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

মুসলমানদের ধর্মীয় বোধ হত্যার কার্যকরী উপায় উদ্ভাবনের জন্যে মন্ত্রণাসভার বিজ্ঞ সভাসদরা মগজ হাতড়ে কূটকৌশল খোঁজার এক প্রাণান্ত কসরতে লিপ্ত হন। হার্ভার্ডের গণক তাদের কূটকৌশলগুলোকে ঘষেমেজে জুতসই করে দেন। অবশেষে অনাগত জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলায় এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়। এই মহাপরিকল্পনার নাম দেওয়া হয় 'ইসলামি আদর্শ হত্যা মিশন'। এই মিশনের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তারই দু-একটি নমুনা নিম্নরূপ—

* ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিমজাতিসমূহের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার জন্ম দিতে হবে।

* ইসলামি মিডিয়া প্রতিষ্ঠার পথে সর্বাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে হবে। একচ্ছত্র বাণিজ্যিক আধিপত্য বজায় রাখতে হবে।

* বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে মীর জাফর টাইপের ভার্সিটি শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মোটা অঙ্কের উৎকোচের বিনিময়ে নিজেদের দলভুক্ত করতে হবে, যাতে এরা প্রগতি ও মুক্তচিন্তার খোলসে 'ইসলামি আদর্শ হত্যা মিশন'-এ বলিষ্ঠ অবদান রাখতে পারে। এর ফলে মিডিয়া, সাহিত্য, বাণিজ্য, রাজনীতিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি মূল্যবোধ ধীরে ধীরে নির্বাসনে যাবে। আর নারী-অধিকার নামের চটকদার স্লোগানের আড়ালে নারীদেহের খোলামেলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে

এদের তরুণ প্রজন্ম মোহান্ধ হয়ে গড়ে তুলতে পারে হাই-হ্যালো, পার্টি ও লিভিং-টু-গেদার কালচার।

মন্ত্রণাসভার পুরো কার্যবিবরণীর দিকে গেলে আস্ত একটা পুস্তক রচনা করতে হবে। আজ আর সেদিকে না যাই।

পরিশেষে মহাপরাক্রমশালী সম্রাটের স্বাক্ষরিত এক ফরমান জারি করা হয়। 'আজ হতে "ইসলামি আদর্শ হত্যা মিশন" কার্যক্রম গ্রহণ করা হলো। যারা এই মিশনের কার্যক্রমকে অর্থ ও শক্তি দিয়ে সাহায্য করবে তারাই কেবল আমেরিকার মিত্র বলে বিবেচিত হবে। আর যারা এর বিরোধিতা করবে, অথবা সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে শুধু মৌখিক সম্মতি প্রদান করবে তারাও আমেরিকার শত্রু বলে বিবেচিত হবে। সংগত কারণেই তাদের হত্যা ও তাদের সম্পদ বলপূর্বক অধিকার করার নির্দেশ দেওয়া হলো।'

নমরুদ-ফেরাউনের ঔদ্ধত্যের মিথ্যা ফানুস সমস্ত বর্বর অপকৌশলসত্ত্বেও ফুটো হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাস তাই বলে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি গড়ে উঠেছে পূর্বের চেয়ে বহুগুণ বর্ধিত এক রঙিন মায়াবী ফানুস। মিথ্যাচার, অশ্লীলতা, শোষণ ও অত্যাচারের বাতাস পেয়ে দিন দিন ফুলে-ফেঁপে আয়তনে আরও বাড়ছে ফানুসটা। আমেরিকা ও তার দোসররা তাদের সমস্ত শক্তি ও মেধা দিয়ে অষ্টপ্রহর ফানুসটাকে ঘিরে রাখে। অনাগত কোনো সংশয় দেখা দিলেই হাউকাউ করে এক অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এইরকম এক সংশয়ের ঝড়ো মানসিকতা থেকে প্রসব হয়েছে বর্তমান সময়ের দার্শনিক গণক হান্টিংটনের এক গণনাকর্ম। সেই গণনাকর্মের ভিত্তিতে বিশাল-স্ফীত ফানুস নামের আমেরিকা সাম্রাজ্যকে সকল আশঙ্কা থেকে নিরাপদ রাখতে দেশে দেশে বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত জনপদে শুরু হয়েছে এক মহাহত্যাযজ্ঞ, যার নাম 'ইসলামি আদর্শ হত্যা মিশন'। লক্ষ লক্ষ সিভিলিয়ান সৈনিক এবং মুসলমান নামধারী বেশুমার বিশ্বাসঘাতক সৈনিক এই মিশনকে সফল করতে নিবেদিতপ্রাণ। এই মিশন কি সফল হবে? ইসলামি আদর্শ কি নিঃশেষ হয়ে যাবে? নমরুদ-ফেরাউনের পরিণাম আমাদের জানা। কিন্তু আমাদের জানা নেই বর্তমান সময়ের নমরুদ-ফেরাউনের পরিণাম। আমরা শুধু জানি, সত্য কখনো ধ্বংস হওয়ার নয়। হাজারটা জনপদ, লক্ষ-কোটি মানুষকে হত্যা করেও অতীতে কেউ সত্যকে হত্যা করতে পারেনি। ভবিষ্যতে কি কেউ পারবে? এর উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভেই।

আমরা বাস করছি নমরুদ-ফেরাউনের মতো এক আসুরিক মহা-সংকটময় কালে। সমস্ত মুসলিম জনপদ আজ হত্যাযজ্ঞের আগ্রাসী বধ্যভূমি। নগ্নতার অ্যাটম,

অশ্লীলতার মিসাইল, ভোগবাদিতার অ্যালকোহল নিয়ে শহর-জনপদে সৈনিকেরা আজ ইসলামি সভ্যতার শিশুটিকে হায়েনার মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধের গর্ভে যে শিশুটির অবস্থান, সেই গর্ভকে এরা ধ্বংস করতে চায়। কুরআনের নাড়ির বন্ধনে যে শিশুটি আবদ্ধ, সেই বন্ধনকে এরা নষ্ট করতে চায়। সৈনিকদের এই নিষ্ঠুরতার গাঁথা লিখলে হাজারটা মহাকাব্য লিখতে হবে। মহাকাব্য লেখার যোগ্যতা বা মেধার কোনটাই আমার নেই। তাই সারা বিশ্বের লাখ লাখ সৈনিকের মধ্য থেকে বাংলাদেশ অংশের এক কমান্ডার কলমবাজের কথকতা নিয়ে রচিত হয়েছে এই গল্পগাঁথা।

এক.

অভিনন্দন-বার্তাটি আজই এসেছে সাজ্জাদুল ইসলামের নামে। বিকেলবেলা পাওয়া বার্তাটি এরইমধ্যে বার দশেক পড়া হয়ে গেছে। এখন মধ্যরাত। লেখাজোখার কাজ শেষ করার আগে আরেকবার বার্তাটির ওপর চোখ ঘুরান সাজ্জাদুল ইসলাম। সুদূর আমেরিকা থেকে অধ্যাপক হান্টিংটন লিখেছেন। তার কর্মদক্ষতার তারিফ করে মহান গুরু শিষ্যকে পুরস্কৃত করেছেন। মাসোহারা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমেরিকায় আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ মিশনের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হিসেবে তাকে নিয়োগ দিয়েছেন। দু-দুবার জাতীয় পুরস্কার পাওয়া সাজ্জাদুল ইসলামের জীবনে এর চেয়ে বড় আর কোনো সুসংবাদ নেই। জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিনটিতে মহাগুরু হান্টিংটনের পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্য মনটা আঁকুপাঁকু করে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, অফিস, বাড়ি-গাড়িতে এয়ারকন্ডিশন পরিবেশে অভ্যস্ত স্যুটেড-ব্যুটেড টন সাহেবের শুভ্র পায়ে তো ধুলো থাকতেই পারে না। তো পায়ের ধুলো নেওয়ার ভাবনাটি একদম দেশি ব্যাপার। ভাবনার মধ্যে গলদ আবিষ্কার ভাবনার ব্যাপ্তিকে দীর্ঘতর করে। গেঁয়ো ভাবনাটিকে শুদ্ধ করে তিনি আবার ভাবেন। ভাবেন যে দেখা হলে মহান দার্শনিকের শুভ্র পায়ে একটা আস্ত চুমোই খেয়ে ফেলবেন।

সাজ্জাদুল ইসলাম নামের সঙ্গে ইসলামের সখ্য থাকলেও কর্মজীবন ও লেখক জীবনে ইসলামের সঙ্গে তার সম্পর্ক বৈরিতার। কর্মজীবনের কথা যখন এসেই গেল তো তার আমলনামাটা সেরে ফেলা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের পৌনে অধ্যাপক সাজ্জাদুল ইসলাম। এই ছাত্র পড়ানোর পরিচয়টিকে ছাপিয়ে সারা দেশজুড়ে তার পরিচয় প্রগতিশীল ভিন্ন ঘরানার মুক্তচিন্তার সাহিত্যিক হিসেবে। তিনি নগ্নতার নন্দনতত্ত্ব ও যৌনতার শিল্পরূপ নামের নতুন এক ধারণার প্রবক্তা। ইসলামবিদ্বেষ ও ইসলামের বিকৃত উপস্থাপন তার লেখার একটা প্রধান উপাদান। সম্প্রতি তিনি একটি উপন্যাস লিখেছেন। ইসলামি মৌলবাদীরা এই দেশটাকে পাকিস্তান বানাতে চায়, এই তথ্যটা পাবলিককে গেলাতে চেষ্টা করেছেন। সঙ্গে ফাউ হিসেবে যৌন সুরসুরি উপন্যাসের পাতায় পাতায় এঁটে দিয়েছেন। যদিও তিনি জানেন, পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশ একত্র হওয়ার সম্ভাবনা জিরোর চেয়েও কম,

তবু এসব লিখতে হয়। কারণ এ ছাড়া জাতীয় ঐক্যকে বিচূর্ণ করার খুব একটা ভালো হাতিয়ার নেই। আর বিদেশ থেকে মাসকাবারি একমুঠো ডলার তো আর নীতিকথা বলার জন্য দেয় না। তবে এই গাঁজাখুরি তথ্যটা দেশের অনেক মানুষ গিলেছে। এটি তার একটা বড় সফলতা বলতে হবে। অবশ্য সফলতাটি তার একার নয়, তার বাহিনীর প্রায় সকলের। সবচেয়ে বেশি অবদান ইসলামি আদর্শ হত্যা মিশন-এর বাংলাদেশ প্রধানের। বর্তমানে তিনি ইউরোপে বসবাস করেন। একজন নামকরা কলমবাজ হিসেবে তার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তিনি 'রাজাকার রক্ত' তত্ত্বের প্রবক্তা। এই তত্ত্বের মূল বিষয় হলো, যদি কেউ তার বা তার দলের কারও লেখার প্রতিবাদ করে, তাহলে তার চৌদ্দগোষ্ঠী থেকে রাজাকার খোঁজা এবং প্রমাণ করা যে, রাজাকারের বংশধর ছাড়া কারও পক্ষেই তাদের লেখার প্রতিবাদ করা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা অনেকটা বাঘ ও মেষশাবকের মতো। পানি ঘোলা মেষশাবক না করলেও তার বাপদাদা কেউ না কেউ করেছেই। এভাবেই তারা পানি ঘোলা করার দোহাই দিয়ে বেশ জুতসইভাবে মেষ শিকার করে যাচ্ছেন।

কলাবাগানের একটা দোতলা বাড়িতে পরিবার নিয়ে থাকেন সাজ্জাদুল ইসলাম। চার কাঠা জমির ওপর পাঁচিলঘেরা ছিমছাম একটি বাড়ি। তার মেয়ে সামনের খালি জায়গাটাতে বিভিন্ন ফুলগাছের একটা বাগানের মতো করেছে। বাড়ির নিচতলায় একটি রুমে লেখাজোখা, ঘুমানো ও খাবারে কাজ সারেন। পাশের রুমটি মিশনের অঘোষিত কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হলঘরের মতো আয়তনের ঘরটির এক কোণে একটি বড় আকৃতির ফ্রিজ ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। বিভিন্ন ব্রান্ডের ওয়াইনে ঠাসা ফ্রিজটি। সারাটা মেঝেজুড়ে একটি বিশাল আকৃতির ঝকঝকে দামি শতরঞ্জি বিছানো। মাসে দুবার রাত দশটার পরে মিশনের কার্যক্রম নিয়ে মন্ত্রণা হয়। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পীসহ মিশনের বিভিন্ন সেক্টরের নামিদামি কমান্ডাররা মন্ত্রণায় বসেন। এ সময়টাতে এই ঘরে তার খাস চাকরেরও প্রবেশের অনুমতি নেই। ওপরের তলা জমিলা বেগম ও তার মেয়ে মৌয়ের দখলে। লোকে বলে তারা নাকি সাজ্জাদুল ইসলামের স্ত্রী-কন্যা।

এখন রাত প্রায় বারোটা। এ সময়টাতে ইউরোপ থেকে বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশন প্রধান জাফর চৌধুরী ফোনে ব্যাটল-ফিল্ডের ইনফরমেশন কালেকশন করেন এবং নেসেসারি অ্যাকশন কমান্ড করেন। প্রতিদিনের মতো আজও ফোনে রিং আসে।

- হ্যালো সাজ্জাদুল, কনগ্রাচুলেশন ফর ইয়োর গ্রেট সাকসেস। ওপাশ থেকে জাফর চৌধুরীর কণ্ঠ ভেসে আসে।

'থ্যাংক ইউ, দাদা।' সাজ্জাদুল ইসলাম এ পাশ থেকে বলতে থাকেন, 'হ্যালো দাদা, আপনার শরীর কেমন?'

- আছে একরকম। বয়স তো হয়েছে। হ্যালো সাজ্জাদ, আজকের ডেইলি... পত্রিকার সম্পাদকের একটা লেখা পড়লাম। ব্যাটাকে রাজাকার বানিয়ে তিন-চারটি কলাম লেখানোর ব্যবস্থা করো।

- কিন্তু দাদা, ব্যাটা তো মুক্তিযোদ্ধা ছিল। পাবলিক কি রাজাকার বানানোর গল্পটা খাবে?

তোমাদের নিয়ে এই আরেকটা ঝামেলা। কে কী ছিল বা আছে তা আমাদের জানার বিষয় নয়। আমাদের লক্ষ্য একটাই, মিশনের কাজকে এডভান্স করা। হ্যালো, শোন, কোনো পুতু-পুতু লেখা যেন আবার না ছাপে তা লক্ষ রাখবে। বুঝলে না, সরকারের দালাল, নব্য রাজাকার ইত্যাদি টাইটেল লেখার প্রতিটি প্যারায় যেন থাকে।

- দাদা, আপনি তো বলেই খালাস। বিদেশে ডলারের ওপরে শুয়ে-বসে নিরাপদ দূরে থেকে কলমবাজি করা আপনার জন্য সুবিধে। কিন্তু ব্যাটল ফিল্ডে চারদিকে এনিমি, আমাদের একটু রয়ে-সয়ে লিখতে হয়। আপনার কত সুবিধে। গালিগালাজের ওপর দিয়েই সব বালা-মুসিবত বিদেয় হয়।

জাফর চৌধুরী এবার একটু খেপে যান।

- কাওয়ার্ডের মতো কথা বলবে না। তোমাকে মাসে কত দেয়? আই মিন তোমার মান্থলি ব্রোকারি কত?

- দশ হাজার ডলার।

- দশ হাজার ডলারে হয় আট লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার সাতশ ষোলো টাকা। তোমার সার্ভিসের সেলারি, লেখালেখি সব মিলিয়েও এক বছরে আট লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার সাতশ ষোলো টাকা আসে? আসে না। অতগুলো টাকা তোমার পকেটে তুলে দিচ্ছে তো লেবেনচুস চুষার জন্য নয়। মুরোদে না কুলোলে জায়গাটা ছেড়ে দাও।

খট করে রিসিভার রেখে দেয় জাফর চৌধুরী। মিশন প্রধানের টেলিফোন দাবড়ানিটায় সাজ্জাদুল ইসলামের ভেতরটা তেতে ওঠে। বিদেশি ডলারে রাজারহালে খেয়ে-পড়ে ব্যাটা দেশপ্রেমের জজবার ভান করে। মানবতা আর গণতন্ত্রের জিকির করে, মরা মানুষের রেফারেন্স দিয়ে পত্রিকায় কলাম লেখে। পাবলিকের মাথার ওপর কাঠাল ভেঙে শালা দিব্যি রস গিলছে। নিরাপদ দূরত্বে

থেকে কসাইয়ের মতো যেকোনো মানী মানুষের সম্মানের গলায় ছুরি চালাতে তার জুড়ি নেই। আর আহাম্মক পাবলিক শালারা শুধু শুধু হাউকাউ করে। পত্রিকায় দু-একটা কলাম লিখে ইউরোপে রাজার হালতে বসবাসের মুজিজা কেউ বোঝে না। দেশপ্রেমিক, আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির একজন মহান সেবক সেজে বিদেশে বিজাতীয় সংস্কৃতিতে গ্যালনকে গ্যালন মদ গলায় ঠেলে দেশবাসীকে দেশপ্রেমের নতুন নতুন তরিকার তালিম দিচ্ছে। এতকিছুর পরেও কেউ তাকে দালাল-সরদার বা জাতীয় ঐক্যবিনাশী ব্যক্তি বলছে না। শালার রাজকপাল। তবে শালার কই-মাছের প্রাণ। সত্তরের বেশি বয়সের বোঝাটা দিব্যি বয়ে বেড়াচ্ছে। মনে মনে ভাবে সাজ্জাদ সাহেব। 'শালার এখন মরার দরকার।' মনের জগতে অভিনব এক চিন্তার ঢেউ দোলা দেয়। এই চিন্তার উৎস খুঁজে তিনি এক অবাক করা তথ্য পান। বাংলাদেশ মিশনপ্রধান হওয়ার একটা আকর্ষণীয় লোভ তার মনে আসন গেড়ে বসেছে।

সাজ্জাদুল ইসলাম রাতের কাজের সমাপ্তি টানেন। কাল সকাল সকাল ভার্সিটিতে যেতে হবে। ফোর্থ-ইয়ারে একটা ক্লাস আছে। সন্ধ্যা থেকে খেটে-খুটে আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির ওপর একটা লেকচার তৈরি করেছে। তা খাটতে হয় তাকে। সাদামাটা পড়ালে তো হয় না। লেকচারের ফাঁকে ফাঁকে ইসলামের আদর্শহীনতার ছবক কায়দা করে ঢুকিয়ে দিতে হয়। দু-একটা বাদে ছাত্ররাও না বুঝেই সব গিলে ফেলে।

সাজ্জাদ সাহেব শোয়ার ঘর থেকে চাবি নিয়ে পাশের কনফারেন্স রুম-কাম-পানশালার দিকে এগিয়ে যান। এই সময়টাতে তিনি খুব একাকিত্ব বোধ করেন। প্রেমময়ী কোনো নারীর সান্নিধ্য খুবই ফিল করেন। এই শূন্যতাকে মন দিয়ে ভরিয়ে দিতে গ্লাসের পর গ্লাস গলায় ঢালেন। তার স্ত্রীর ওপর একটা জান্তব ক্রোধ ভেতরটাতে দলা পাকায়। দোতলায় ঘুমন্ত স্ত্রীকে টেনেহিঁচড়ে গেটের বাইরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে এলে ক্রোধটা শান্ত হতো। অনেকদিন ধরে সে ভাবছে। বিগতযৌবনা, চেহারা-সুরতে অনার্য, স্থূলদেহী অচল মালটাকে কী করে সরানো যায়। কিন্তু কোনো উপায় ইয়াদে আসে না। তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না কারণ, বাড়িটা ওর নামে। বাড়ির চিন্তা অবশ্য তিনি করেন না। বিদেশি ব্যাংকে জমানো টাকায় এরকম দশ-বিশটা বাড়ি সে যেকোনো মুহূর্তে কিনতে পারে। ডিভোর্স দেওয়ার কথা ভাবা যায়। কিন্তু এই ভাবনাটাও বেশি এগোয় না। সাবালিকা মেয়ের কথা বাদ দিলেও ভাবমূর্তি বলে একটা কথা আছে। শুধু তাই না। একমাত্র সে-ই তার মিশনের দালালির সব খবর জানে। কথাটা মনে হলেই নিজের চুল নিজেই ছিঁড়তে ইচ্ছে